যুগান্তর

তারিখ ..... 4 FEB 2009 ..
পৃষ্ঠা ..২০.. কলাম..... ৫ .....

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে দুর্নীতি : নজরুল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হল না দেড় বছরেও

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেড় বছরেও বাস্তবায়িত হল না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্তে গঠিত বহুল আলোচিত 'নজরুল কমিটি'র সুপারিশ। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। বহালতবিয়তে এখনও চাকরি করে চলেছেন তারা। নজরুল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তারা অবিলম্বে নজরুল কমিটির সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে খুব শিগগির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, আগামী দেড় থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুদক ফৌজদারি ও আর্থিক ক্ষতিপূরণসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রধান ৭টি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছে দুদক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দুদকের তদন্তে কেউ দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

অপরাধী প্রমাণিত হলে সেই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিল/সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জানা গেছে, জনবল নিয়োগে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর বর্তমানে রাজনৈতিক দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার কারণে এখন তিনজন সাংসদকে সিন্ডিকেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাংসদ মনোনীত করার জন্য বর্তমান ভিসি প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম ইতিমধ্যেই স্পিকারকে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। নতুনভাবে গঠিত সিন্ডিকেটে জনবল নিয়োগের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ৫ মে ভাইরোলজি বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান (বর্তমান ভিসি) প্রফেসর ডা. মোঃ নজরুল ইসলামকে সভাপতি ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার আহমদকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ৮ মে থেকে ৫০ বার সভায় মিলিত হয় এবং তদন্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে (একজন ছাড়া) সুপারিশ প্রণয়ন করেন।

ক্রয়সংক্রান্ত অভিযোগে দেখা যায়, দ্বিতীয় ক্যাথ ল্যাব ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা হয়। তাছাড়া ৭ বছরের ওয়ারেন্টির স্থলে ৩ বছর ওয়ারেন্টি সার্ভিস কন্ট্রাক্টের কারণে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২০২টি বেড সাইড লকার ৯ লাখ ৯ হাজার টাকা বেশি দামে কেনা হয়। অতীতের নীতিমালা লংঘন করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে ৮৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের ইকো-কার্ডিওগ্রাম মেশিন কেনা হয়। দেফিব্রিলেশন বেশি দামে কিনে ৩১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৬ টাকার ক্ষতি হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও হেমোডায়ালাইসিস ক্রয় ও মেরামতে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। বেশি দামে আইসিইউর জন্য ৬টি ভেন্টিলেটর ক্রয়ে ৭৫ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। একই প্রক্রিয়ায় হার্ট লাং মেশিনে ৮০ লাখ, ইউরোলজি বিভাগের লিথোট্রিপসি মেশিনে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৭৭ হাজার টাকা, পিএবিএক্স টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১০ লাখ ৪২ হাজার ৭২০ টাকা, আইসিসি রিনোভেশন কাজের নামে ১৬ লাখ ও কার্ডিও থোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়।

শতাধিক চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও যোগ্যতা বিবেচনা না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ও আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নজরুল কমিটির রিপোর্ট প্রদানের পর তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের তৎকালীন পরিচালক শাহজাহান বিশ্বাসকে প্রধান করে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রিভিউ কমিটি নজরুল কমিটির রিপোর্টের কিছু কিছু সুপারিশের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। ওই সময় দুর্নীতি দমন কমিশন নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রয় ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত করে। তারা দীর্ঘদিন হাসপাতালে অবস্থান করে প্রতিবেদন তৈরি করে। দুদকের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, তারা খুব শিগগির ক্রয় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করবেন।

গত দেড় বছরেও নজরুল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়াসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ও তৎকালীন নজরুল কমিটির প্রধান প্রফেসর ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। সিন্ডিকেটে নতুন সাংসদ মনোনয়ন পেলে সিন্ডিকেট সভা বসে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর্থিক দুর্নীতির বিষয় দুদক দেখছে বলে তিনি জানান।